

বাংলাদেশ—মালদ্বীপ সরাসরি শিপিং ও হালাল খাদ্য বাণিজ্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা

- A Monitor Desk Report

Date: 07 February, 2026



বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ সরাসরি শিপিং সংযোগ চালু এবং হালাল খাদ্য শিল্পে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেছে।

বাংলাদেশ দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মালেতে মালদ্বীপের পরিবহন ও বেসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ বিষয়টি উত্থাপন করেন মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. মো. নজমুল ইসলাম।

উভয় পক্ষই জোর দিয়ে বলেন, সরাসরি শিপিং সংযোগ স্থাপন বাণিজ্য বৃদ্ধিতে, লজিস্টিক দক্ষতা উন্নয়নে এবং পরিবহন ব্যয় হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উন্নত সামুদ্রিক সংযোগকে দুই দেশের মধ্যে আরও মসৃণ বাণিজ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার একটি বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়।

বৈঠকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সরাসরি শিপিং বিষয়ে প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক (MoU)। হাইকমিশনার এ বিষয়ে অগ্রগতির কথা মন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং দূত সময়ের মধ্যে চুক্তিটি চূড়ান্ত করতে বাংলাদেশের প্রস্তুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সরাসরি শিপিং চালু হলে পরিবহন সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং পণ্য পরিবহনে পূর্বানুমেয়তা বাড়বে, যা উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

বৈঠকে হালাল খাদ্য শিল্পে ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনাও আলোচনা হয়। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে উভয় দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ড. ইসলাম আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হালাল সনদপ্রাপ্ত বিভিন্ন পণ্যপ্রক্রিয়াজাত খাদ্য, পানীয় ও প্যাকেটজাত পণ্যরপ্তানিতে বাংলাদেশের সক্ষমতার কথা তুলে ধরেন। তিনি হালাল বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিনিয়োগ, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মালদ্বীপের অংশীজনের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন সরাসরি শিপিংয়ের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং বলেন, এতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়বে ও আঞ্চলিক

সরবরাহ নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী হবে। তিনি কার্গো কার্যক্রমে মালদ্বীপের বন্দর ও বিমানবন্দর ব্যবহারের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন, যা এ অঞ্চলে লজিস্টিক কেন্দ্র হিসেবে মালদ্বীপের ভূমিকা সম্প্রসারণের আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।

বৈঠকে মন্ত্রী আমিন পূর্ববর্তী এক সংকটকালে পানীয় জল সরবরাহে বাংলাদেশের সময়োচিত সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং এটিকে দুই দেশের দৃঢ় বন্ধুত্বের প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করেন।

হাইকমিশনার ২০২৬ সালের মার্চে বাংলাদেশে মালদ্বীপিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট পুনরায় চালুর পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, আকাশপথে সংযোগ উন্নত হলে তা সামুদ্রিক যোগাযোগের পরিপূরক হবে এবং জনগণ-থেকে-জনগণের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে।

উভয় পক্ষই সরাসরি শিপিং, বাণিজ্য সহজীকরণ, হালাল খাদ্য শিল্পে সহযোগিতা এবং পরিবহন সংযোগ জোরদারে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে, যা বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অংশীদারত্বকে আরও শক্তিশালী করবে

R